কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL)

(An Enterprise of the Government of the Peoples Republic of Bangladesh)

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সিপিজিসিবিএল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম (কর্মপরিকল্পনা) বিষয়ক প্রতিবেদন

স্মার্ট বাংলাদেশ
Smart Bangladesh

ভূমিকাঃ

"স্মার্ট বাংলাদেশ" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান যা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা এই প্রতিশ্রুতি ও স্লোগানের প্রবক্তা। স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে স্বাভাবিকভাবে বোঝায় প্রযুক্তিনির্ভর স্বয়ংক্রিয় ও স্বচ্ছ তথা নাগরিক হয়রানিবিহীন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ প্রক্রিয়া, যেখানে ভোগান্তি ছাড়া প্রত্যেক নাগরিক পাবে অধিকারের নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য পালনের সুবর্ণ এক সুযোগ।

স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি-এই চারটি হলো স্মার্ট বাংলাদেশের মূলস্তম্ভ। যার মূল সারমর্ম হলো, দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে মাধ্যমে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এতে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় স্বচ্ছতার সাথে উপস্থিত হবে। ফলে সমগ্র বাংলাদেশে স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর, সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণসহ সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা হবে।

দেড় যুগ আগে বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশের মতোই ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, যার শতভাগ সফলতা এখন দৃশ্যমান। ডিজিটাল বাংলাদেশের হাত ধরে দেশকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক উন্নত হতে হবে এবং সেই উদ্যোগ সফল করতে স্মার্ট বাংলাদেশ এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী এক কর্মপরিকল্পনা। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্টের কাতারে সামিল হবে এবং যা হবে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ।

পটভূমিঃ

সিপিজিসিবিএল এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের "বার্ষিক কর্মসম্পাদন সূচক (এপিএ)" এর আওতায় "ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা" তে "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন" শীর্ষক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। এই কার্যক্রমের আওতায় "[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত" শীর্ষক কর্মসম্পাদক সূচক বিদ্যমান। তদপ্রেক্ষিতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সিপিজিসিবিএল কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সিপিজিসিবিএল এ ইতঃপূর্বে স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ক যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে a2i এবং বিদ্যুৎ বিভাগের প্রশিক্ষকের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক ০২ (দুই) টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে সিপিজিসিবিএল এর কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ে ৪ (চার) টি প্রশিক্ষণ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে a2i এর প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে;
- সিপিজিসিবিএলের এর ইনোভেশন কমিটির কয়েকটি বৈঠকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয় এবং উক্ত প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে যে সকল বিষয় সিপিজিসিবিএলের জন্য সম্ভাব্য প্রযোজ্য সেগুলো প্রয়োগিক ক্ষেত্রে কার্যকর করার কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

স্মার্ট বাংলাদেশের স্বরূপঃ

স্মার্ট বাংলাদেশের মূল ভিত্তি ৪টি। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি সমন্বয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে উঠবে।

"স্মার্ট সিটিজেন" লক্ষ্য হবে ব্যাপক ডিজিটাল সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা। এই নাগরিকরা তথ্য অ্যাক্সেস করতে মোবাইল এবং ইন্টারনেটের মতো ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করবে।

"স্মার্ট ইকোনমি" তাৎপর্যপূর্ণ এই বিবেচনায় যে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে আইসিটি-কে তার একটি রাজস্ব-উৎপাদনকারী স্তম্ভে পরিণত করার পরিকল্পনা করছে। অনুমান করা হয় ২০৪১ সালের মধ্যে, সামগ্রিক আইসিটি অর্থনীতির পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন ডলার হবে।

"স্মার্ট গভর্নমেন্ট"-এর উচিত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কৃষি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং জননিরাপত্তার মতো অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে ১০০ শতাংশ কাগজবিহীন অফিস এবং হাইপার পার্সোনালাইজড পরিষেবা প্ল্যাটফর্মগুলি বাস্তবায়ন করা।

"স্মার্ট সোসাইটি" এমন একটি সভ্যতাকে বোঝায় যা তার জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন ব্যবহার করবে যেখানে নাগরিকরা ডিজিটাল সহনশীলতা, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ গ্রহণ করবে।

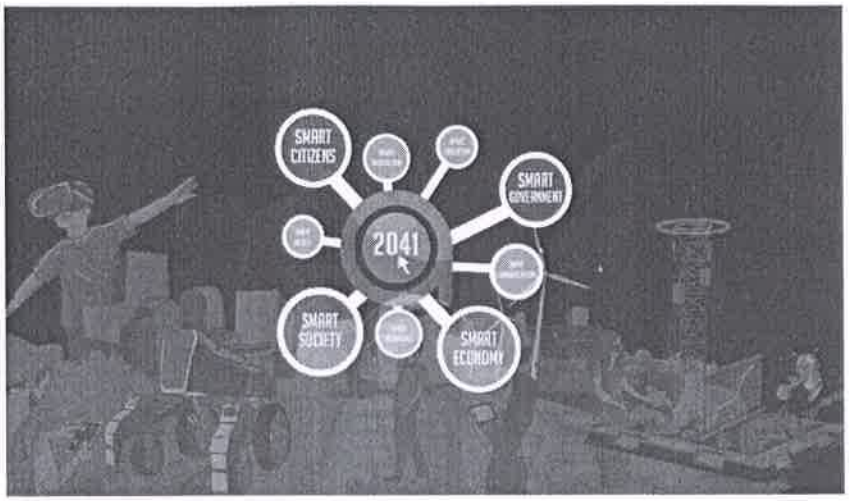

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সিপিজিসিবিএল এর কর্মপরিকল্পনাঃ

সিপিজিসিবিএল এ কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধি, ডিজিটাইজেশন, অটোমেশন, সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশীদার হিসেবে নিম্নোক্ত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছেঃ

ক্রম নং	গৃহীত/গৃহীতব্য উদ্যোগের নাম	উদ্যোগটির মাধ্যমে যে চ্যালেঞ্জ/সমস্যার সমাধান হবে	উদ্যোগটির উদ্দেশ্য/প্রত্যাশিত ফলাফল	উদ্যোগটির সাথে সংশ্লিষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ	একক	বাস্তবায়নের সময়কাল
১	স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে সম্যক ধারণা ও সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন।	কোম্পানির সকল স্তরে স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ে সচেতনতার অভাব দুরীকরণ।	কোম্পানির সকল স্তরে স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হবে।	স্মার্ট নাগরিক	%	৩০.০৬.২০২৫
২	4IR, Smart Office Management প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	জনবলের দক্ষতা ঘাটতি লাঘব হবে।	প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	স্মার্ট নাগরিক	%	৩০.০৬.২০২৬
৩	রিমোট মনিটরিং এর মাধ্যমে মাতারবাড়ি ২*৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন Parameter (যেমন: MW, MVar, Grid Frequency, Grid Voltage ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ	Apps-টি ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ Data দেখা যাবে। ফলে বর্ণিত তথ্য পেতে Central Control Room (CCR)-এ ফোন করার প্রয়োজন হবেনা।	Apps-টি ব্যবহারে অনুমোদিত কর্মকর্তাগণ CCR-এর সাথে যোগাযোগ ছাড়াই প্রয়জনীয় Data যখন ইচ্ছা তখন Monitor করতে পারবে।	স্মার্ট নাগরিক	তারিখ	৩০.০৬.২০২৭
৪	Digital Permit to Work (PTW) System বাস্তবায়ন	• কাগজের ব্যবহার • পূর্ববর্তী ডেটা রেকর্ড না থাকা • একাধিক কর্মকর্তার স্বাক্ষর	• কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে • পূর্ববর্তী ডেটা রেকর্ড থাকবে	• স্মার্ট নাগরিক • স্মার্ট সরকার • স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	তারিখ	৩০.০৬.২০২৮

ক্রম নং	গৃহীত/গৃহীতব্য উদ্যোগের নাম	উদ্যোগটির মাধ্যমে যে চ্যালেঞ্জ/সমস্যার সমাধান হবে	উদ্যোগটির উদ্দেশ্য/প্রত্যাশিত ফলাফল	উদ্যোগটির সাথে সংশ্লিষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ	একক	বাস্তবায়নের সময়কাল
		প্রয়োজন হওয়ায় তা হার্ডকপিতে গ্রহণ করায় সময় ক্ষেপণ হয়	•কর্মকর্তাগণ নিজ ডেস্ক হতেই স্বাক্ষর প্রদাণ করতে পারবেন			
৫	কোম্পানির আইটি সিস্টেমের সাইবার নিরাপত্তা অডিট সম্পন্ন করা এবং তদানুযায়ী আইটি সিস্টেমের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার কার্যক্রম।	কোম্পানির আইটি সিস্টেমের সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটি সমূহ দূরীভূত হবে।	সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা।	স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সরকার	তারিখ	৩০.০৬.২০৩০
৬	Barcode System প্রবর্তনের মাধ্যমে স্টোরের বিভিন্ন মালামাল এর তথ্যাদি সংরক্ষণ	মজুদকৃত মালামাল সমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় মালামাল খুঁজে পাওয়া, অবস্থান জানা এবং মেরামতের রেকর্ড বের করা কষ্টসাধ্য	মালামাল সমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে	• স্মার্ট নাগরিক • স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা • স্মার্ট অর্থনীতি	তারিখ	৩০.০৬.২০৩১
৭	Online Gate Pass চালুকরণ	Apps-টি ব্যবহারের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে মালামাল entry/out করা যাবে। Paper –এর ব্যবহার হ্রাস পাবে	সময় ও কাগজ সাশ্রয় হবে।	স্মার্ট নাগরিক	তারিখ	৩০.০৬.২০৩৩
৮	Development of Lesson Learned Repository System বাস্তবায়ন	ইতঃপূর্বে সম্পাদিত কারিগরি/বিশেষায়িত কাজের রেকর্ড না থাকা	দ্রুত সময়ের মধ্যে সমস্যা সমাধানে পূর্বের রেকর্ড দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে।	স্মার্ট সমাজ	তারিখ	৩০.০৬.২০৩৫
৯	Digital Notice Board বাস্তবায়ন	এই Notice Board-এর মাধ্যমে সহজেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তথ্য পাবে।	খুব সহজেই তথ্য জানতে পারবে। সময় বাঁচবে। কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে	স্মার্ট নাগরিক	তারিখ	৩০.০৬.২০৩৬
১০	Trespassers Detection System বাস্তবায়ন	চুরির মত অপ্রত্যাশিত ঘটনা	অপ্রত্যাশিত ঘটনা হ্রাস পাবে	স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা	তারিখ	৩০.০৬.২০৩৮
১১	Drone based surveillance system at Matarbari Project area	বিদ্যুৎ লাইন চুরি বা অনধিকার প্রবেশের মত বিষয় সমাধান করা যাবে	নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিত করা; বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে	স্মার্ট সমাজ	তারিখ	৩০.০৬.২০৪০

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ।
- প্রয়োজনীয় রির্সোস সরবরাহ।
- বিদ্যমান পলিসির সাথে সংগতি রেখে বাস্তবায়ন।
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং।
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় লোকবলের স্বল্পতা
- ডিজিটাইজেশনের সাথে সংগতিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

উপসংহারঃ

"স্মার্ট বাংলাদেশ" হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি ভবিষ্যৎমুখী উন্নয়ন প্রকল্প, যার লক্ষ্য হলো ২০৪১ সাল নাগাদ দেশটিকে একটি স্মার্ট, ডিজিটাল, এবং টেকসই অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রযুক্তির সাহায্যে সমাজের সব স্তরে উন্নতি সাধন করা এবং জীবনমান উন্নত করা। সিপিজিসিবিএল এর উক্ত কর্মপরিকল্পনা অর্জনের মাধ্যমে একটি আধুনিক, ডিজিটাল এবং স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

(স্বাক্ষরিত)
মোঃ সফিউল্লাহ সরকার সবুজ
সহকারী প্রোগ্রামার, সিপিজিসিবিএল
ও
সদস্য-সচিব, ইনোভেশন কমিটি

(স্বাক্ষরিত) 25/03/2024
আর.এস.এম. তানছিবুল হাসান
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (স্থাপত্য)
ও
সদস্য, ইনোভেশন কমিটি

Depayan Paul 25.03.2024
দিপায়ন পাল
তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট)
(চলতি দায়িত্ব), সিপিজিসিবিএল
ও সদস্য, ইনোভেশন কমিটি

(চিকিৎসা ছুটিতে)
এস. এম আব্দুল মান্নাফ
তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্ল্যানিং)
(ভারপ্রাপ্ত), সিপিজিসিবিএল
ও
সদস্য, ইনোভেশন কমিটি

(স্বাক্ষরিত)
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি) (ভারপ্রাপ্ত)
সিপিজিসিবিএল
ও
ও সদস্য, ইনোভেশন কমিটি

(স্বাক্ষরিত)
মোহাম্মদ শহিদ উল্যা
নির্বাহী পরিচালক (অর্থ)
সিপিজিসিবিএল
ও
আহবায়ক, ইনোভেশন কমিটি